দৈনিক জনকণ্ঠ

123

তারিখ 29 SEP 1998
পৃঃ ৬ কলাম ২

কলঙ্কমুক্ত হোক বিশ্ববিদ্যালয়টি

দেশের ছাত্র ও যুবশক্তিকে দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার বানাতে গিয়ে, তাদের অবৈধ অস্ত্র, পেশী ও সন্ত্রাসী ক্ষমতাকে নেতৃত্বের খুঁটিতে পরিণত করতে গিয়ে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে এক সর্বব্যাপী বাস্তবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ গোটা দেশে আজ এক মারাত্মক ও সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ফেলেছে। সর্বনাশের সূচনাটা অবশ্য করে দিয়ে গিয়েছিলেন সামরিক শাসক হিসাবে আবির্ভূত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি আইন করে দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র সংগঠনকে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় হতে হবে। এতে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কবিহীন কোন স্বাধীন ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে যায়। সেই বিষবৃক্ষ আজ ফলভারে আনত। বলাবাহুল্য, এ বিষফল, অমৃতফল নয়।

অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন আজ ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের এবং তাদের আজ্ঞাবহ সশস্ত্র ক্যাডারদের কুক্ষিগত। মাতৃসংগঠনের অসাধু, দুর্নীতিপরায়ণ, ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব-কোন্দলে ব্যস্ত নেতা-উপনেতা-হাফনেতা-প্যাডিনেতাদের প্ররোচনা ও ইঙ্গিতে ছাত্র সংগঠনগুলো বিভক্ত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এদের সশস্ত্র ক্যাডাররা কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের ওপর চড়াও হচ্ছে, সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, রক্ত ঝরাচ্ছে। আবার কখনও মেতে উঠছে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে। হত্যা করছে নিজ সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের। হত্যা করছে, আহত করছে, বিকলাঙ্গ করছে, বিতাড়িত করছে। এসব ছাত্রসংগঠনের নেতারা, 'ক্যাডার'রা সন্ত্রাস করে, মস্তানী করে, ছিনতাই—অপহরণ ও বলপূর্বক নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে, টেন্ডারবাজি করে ছাত্রাবস্থায় লাখপতি, কোটিপতি হচ্ছে। এরা আজ এত শক্তিশালী যে, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের পক্ষেও যেন আর সম্ভব নয় এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অপর দু'টি প্রধান ছাত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এদের যার মূল মাতৃসংগঠন বা রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় যায় তখন তার দৌরাত্ম্য হয়ে ওঠে সীমাহীন। মূল দল ক্ষমতা হারালে এরা হয়ে পড়ে নিস্তেজ বা কোণঠাসা।

রাজনীতির নামে, ছাত্র সংগঠনের নামে এরা দেশের শিক্ষায়তনগুলোর, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর, কি অবস্থা করে ফেলেছে তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত দেশের দ্বিতীয় খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

দীর্ঘদিন যাবত বিশ্ববিদ্যালয়টি অশান্ত, উত্তপ্ত। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সেখানে বিপর্যস্ত। মিটিং-মিছিল-সমাবেশ-বিক্ষোভ-পাল্টাবিক্ষোভ-সংঘর্ষ-ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া-ঘেরাও-হুমকি সমানে চলছে। বিষয়টা অর্থাৎ উপলক্ষটা কিন্তু শিক্ষা বা শিক্ষাসংক্রান্ত কিছু নয়—ছাত্রীধর্ষণ, ছাত্রী লাঞ্ছনা, শিক্ষিকা লাঞ্ছনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন হলকে ন্যক্কারজনক যৌনাচার ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার নিরাপদ ও অবাধ রঙ্গস্থলে পরিণত করা হয়েছিল বলে বিভিন্ন পত্রিকার খবরে প্রকাশ। পরিণত করা হয়েছিল অনৈতিক আচরণ ও কার্যকলাপের 'ওয়ার্কশপে'।

অত্যন্ত ক্ষোভের কথা এই যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীধর্ষণ, ছাত্রী লাঞ্ছনা, যৌনহয়রানি ইত্যাদি ঘটনার নায়ক হিসাবে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনটির কতিপয় নেতা-কর্মীর নাম সামনে চলে এসেছে। আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, ক্ষমতাসীন দলটির কেউ কেউ এত বড় কলঙ্কজনক ঘটনাবলীকে হয় কিছুই না কিংবা অসত্য বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। এদেশে যাঁরাই যখন ক্ষমতায় তাঁরাই অবশ্য এমন করেন। যেহেতু এটাই এদেশের প্রচলিত রীতি। কিন্তু এভাবে ঘটনা যে চাপা দেয়া যায় না তা আবারও প্রমাণিত হলো।

গত রবিবার পর্যন্ত প্রকাশিত খবর হলো, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ছাত্রলীগের ১৩ নেতা-কর্মীকে ঘটনাবলীর সত্যাসত্য যাচাই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে শোকজ করেছে। শোকজ নোটিসপ্রাপ্তরা যে জবাব দেবে তার ওপর নির্ভর করছে তাঁরা প্রকৃত দোষী কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিংবা হবে না। কিন্তু ছাত্রলীগেরই 'বহিষ্কৃত গ্রুপ' নামে কথিত একাংশের আকস্মিকভাবে তিনটি হল দখল, শোকজ নোটিসপ্রাপ্তদের বিতাড়ন এবং ছাত্রীধর্ষণ, লাঞ্ছনা, শিক্ষিকা লাঞ্ছনাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে যোগদানের পর পরিস্থিতি নাকি আরও জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শেষোক্তরা শোকজ নোটিসপ্রাপ্তদের শাস্তিদানের প্রশ্নে অনড়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কজনক ঘটনাবলীর জন্য কমিটি যাদের নামোল্লেখ করেছে তারাই একমাত্র দোষী বা দায়ী কিনা, আন্দোলনকারীদের সবাই একেবারে 'ধোয়া তুলসী পাতা' কিনা, 'ধর্ষণ' বলে অভিহিত সব ঘটনাই ধর্ষণ কিনা, এসব নিয়ে বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। ছাত্রলীগের দোষী হিসাবে চিহ্নিত অংশটি এখনও রিপোর্টটিকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করে। তারা ন্যায় বিচার দাবি করছে। সংবাদপত্রগুলো বলছে, তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি নিয়ে সিন্ডিকেটের সভায় তীব্র বাদানুবাদ বা বিতর্ক হয়েছে। স্পষ্টত, শিক্ষকবৃন্দ ও সিন্ডিকেট সদস্যরা বিভক্ত। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। আমাদের মতে, কর্তৃপক্ষ দৃষ্টিকটুভাবে দীর্ঘসূত্রতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন।

গতকাল পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে আগের দিন চরম উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ছাত্রী ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ৬ জন সিন্ডিকেটের সভায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছে। তবে এই নির্দোষ দাবিদারদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা গেছে। তারা নিজেদের নির্দোষ দাবি করলেও একে অপরের ঘটনা ফাঁস করে দিয়েছে। আমরা আশা করব বাকি অভিযুক্তদের হাজির করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিদ্যমান জটিলতা আর কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্য সুদৃঢ়, দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ ন্যায় বিচার পায়নি অভিযোগ তোলার সুযোগ না পাক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বারংবার উচ্চারিত ও বহুল প্রশংসিত সাফ কথা আবারও বলে দিয়েছেন, 'সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। অপরাধীর ক্ষমা নেই।' আমরা মনে করি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে উক্ত বক্তব্যই হওয়া উচিত একমাত্র নির্দেশিকা। বিবদমান ছাত্র গ্রুপগুলোর কোনটার জবরদস্তিকে প্রশয় দেয়া চলবে না।